জেলাপ্রশাসক এর কার্যালয়ে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে

লার্নিং সেশন

বিষয়: জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০০৮

পরিচালনায়:

জনাব সুরাইয়া জাহান,

জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, লক্ষ্মীপুর

০1। শিরোনাম ও প্রবর্তন:

এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, 2008 নামে অভিহিত হবে।

০2। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) কমিশন অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 118 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) দেওয়াল অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুত লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে;

(3) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৪) নির্বাচন অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;

(৫) নির্বাচনি এলাকা অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

(৬) নির্বাচন-পূর্ব সময় অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(7) পোস্টার অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপন-পত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৮) প্রার্থী অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ব্যক্তি;

(৯) যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(10) যানবাহন অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

(১১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার, কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

০৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ:

কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানে **কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান** প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না।

০৩ (ক)। নির্বাচন পূর্ব প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ:

(১) **প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন** করা যাবে না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি **কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত** করতে পারবে না।

০৪। সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ:

(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যায়লকে **প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার** করা যাবে না;

(২) রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদন ও **Warant of Precedence** অনুসরণ করতে হবে।

(৩) নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ **সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাইজ ও সার্কিট হাইজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার** পাবেন।

০৫। নির্বাচনি প্রচারণা:

নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে **বিধি ০৬ হতে বিধি ১৪** এর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।

৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) **প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার** পাবে। তবে প্রতিপক্ষের প্রচারাভিযানে বাধা প্রদান করতে পারবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে **যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লিখিত অনুমতি** গ্রহণ করতে হবে।

গ) সভার **কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে** তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হবে।

(ঘ) **জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি** করে জনসভা বা পথসভা করা যাবে না।

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে এবং **নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ** করা যাবে না।

০৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে **কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না**, যথা-

(ক) **সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায়** অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত **সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে।**

(গ) **বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহন।**

(2) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার **ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট** করা যাবে না;

(৩) পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন **অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার** এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন **অনধিক ৩ (তিন) মিটার x ১ (এক) মিটার** হতে হবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তার **প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত** অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবেন না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী **কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি** পোস্টারে ছাপাতে পারবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি **সাধারণ ছবি (Protrait)** হতে হবে

(৬) **সাধারণ ছবি (Protrait) এর আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার।**

(৭) **নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক** হবে না।

(৮) **মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন** কোন পোস্টার লাগাতে পারবে না।

০৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন **যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল** কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করতে পারবে না।

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে **হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার** করা যাবে না

(ঘ) অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের **নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে** মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবে না।

০৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না

(খ) কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করতে পারবেন না।

৯-ক। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

১০। গেইট, তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) গেইট বা তোরণ নির্মাণ করতে পারবেন না

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্যান্ডেলের সর্বোচ্চ আয়তন হবে ৪০০ (চারশত) বর্গফুট

(গ) কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না;

(ঘ) ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং পৌরসভা বা সিটিকর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করতে পারবেন না;

(ঙ) প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন না

(চ) নির্বাচন ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা উপঢৌকন দিতে পারবেন না।

১১। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) **উস্কানিমূলক বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত** লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করবেন না।

(খ) কোন **ধর্মীয় উপাসনালয়ে** নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের কোন **স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিসাধন** করা যাবে না।

(ঘ) অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্বারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করতে পারবেন না।

(ঙ) ভোটরদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

১২। প্রচারণার সময়:

ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ:

মাইক ব্যবহারের সময় দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হতে রাত ৮ (আট) ঘটিকা।

১৪। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনী প্রচারণা:

(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সংগে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করতে পারবেন না।

(২) নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা করতে পারবেন না।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করতে বা সভায় যোগদান করতে পারবেন না।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হবেন না।

(৫) ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যেতে পারবেন না।

১৫। নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ:

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারবেন না।

১৬। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার:

(১) ভোটকেন্দ্রে অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না।

(3) পোলিং এজেন্টগণ নির্ধারিত স্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম:

(১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন 'নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম' হিসাবে গণ্য হবে এবং সংক্ষুব্ধ বক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চেয়ে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করতে পারবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে, কমিশন-

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করতে পারবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করে কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করবে।

১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ:

(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই **বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন** করলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

(২) কোন **নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধন্যবাদ